বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা-১০০০

ই-মেইল: info@bscic.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.bscic.gov.bd

বিসিকের আইসিটি কার্যক্রমের তথ্য

বর্তমান সরকারের তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সামিল হয়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিসিকের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও উদ্যোক্তাদের কাছে দ্রুত সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিসিক বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে । সে সাথে আরো নতুন নতুন আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো।

ক). গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

১. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিসিকের কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি, দাপ্তরিক কাজে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা এবং উদ্যোক্তাদের দ্রুত মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিকের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটারসহ তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জামের ব্যবহার নিশ্চিত করা;

২. দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিসিকের সেবাদান কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সকল কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা;

৩. আইসিটি'তে দক্ষ জনবলের নিয়োগ/ বিদ্যমান জনবলকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নিজস্ব ল্যাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৪. উদ্যোক্তা/ জনগনের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইনে সেবাদান পদ্ধতির প্রবর্তণ করা;

৫. সহজে ও স্বল্প সময়ে বিসিকের সেবা প্রাপ্তির তথ্যাদি পাওয়ার জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে তথ্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা ;

৬. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের চাহিদা এবং সমস্যা বিষয়ে তাৎক্ষনিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭. ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন;

৮. দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্তির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেজ তৈরী ও বাস্তবায়ন করা;

৯. ম্যানুয়াল পদ্ধতির শিল্প নিবন্ধন সেবার অনলাইন ভিত্তিক ই-রেজিষ্ট্রেশন বাস্তবায়ন;

১০. শিল্প নগরীর তথ্য ব্যবস্থাপনার অনলাইন সিস্টেম তৈরী ও বাস্তবায়ন

১১. জাতীয় ই-তথ্য কোষে বিসিকের সেবাধর্মী কর্মকান্ডের তথ্য প্রকাশ এবং জাতীয় ও স্থানিয়ভাবে সরকারের ডিজিটাল মেলাসহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে বিসিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

খ). গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. **বিসিকের সকল কার্যালয়ে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ও বিভিন্ন আইসিটি সরঞ্জামের ব্যবহার:** দেশব্যাপী বিসিকের সকল কার্যালয়গুলোর কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি কার্যালয়কে ডিজিটাল কার্যালয়ে রুপান্তরের জন্য বিসিক এ সমস্ত কার্যালয়ের জন্য ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট আইসিটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেছে। ফলে এ কার্যালয়গুলোর কাজে যেমন গতির সঞ্চার হয়েছে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে তেমনি সেবাদান কর্মকান্ডে গুনগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপন:** ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও দেশব্যাপী বিসিকের সকল কার্যালয়ের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ বিধান ও তথ্য আদান-প্রদান এবং উদ্যোক্তাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগ সহ **Computer Network (LAN/WAN)** স্থাপন করা হয়েছে। ফলে তথ্য আদান প্রদান দ্রুততর হওয়ায় উদ্যোক্তাদের দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে উন্নততর সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

৩. **প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন:** অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিসিকেও আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এ জনবল নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমান সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নে ICT তে বিসিকের নিজস্ব জনবলের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালিত এ ল্যাবে এ পর্যন্ত ৩২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটারের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং Troubleshooting ও ইউনিকোডের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ই-সার্ভিস প্রদানে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. **বিসিকের অনলাইন-ই-সার্ভিস ব্যবস্থার প্রবর্তণ:** বিসিক জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের একাধিক সেবা প্রদান করে আসছে। এ সেবাগুলোর মধ্যে শিল্প নগরীতে শিল্প স্থাপনে শিল্প প্লটের আবেদন, দেশব্যাপী শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্পের রেজিস্ট্রেশন এবং উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সুবিধা সংক্রান্ত এ ৩ টি সেবা পাওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে প্রচুর আবেদনপত্র দাখিল হয়ে থাকে। বিসিক এ সেবাগুলো এতদিন গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রদান করে আসছিল যেখানে উদ্যোক্তাদের অনেক সময়ক্ষেপন ও ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হতো। এ ৩ টি সেবা স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের সহযোগিতায় অনলাইনে প্রদানের জন্য web-based application system তৈরী ও চালু করেছে। ফলে আগ্রহী উদ্যোক্তা/আবেদনকারী খুব অল্প সময়ে যে কোন স্থান থেকে আবেদনপত্র দাখিল ও দাখিলকৃত আবেদনপত্রের অনুমোদন অবস্থা/পর্যায় মূহুর্তেই অনলাইনে জানতে পারছেন। ভোগান্তিও কম হচ্ছে এবং স্বচ্ছতার সাথে সেবাটি দ্রুত প্রদানে বিসিকের সক্ষমতাও অনেকগুন বেড়ে গেছে। পর্যায়ক্রমে বিসিকের অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫. **ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন:** সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের সাথে মত বিনিময় বা তাঁদের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ না থাকায় বিসিকের সেবাদান কার্যক্রম মাঝে মধ্যে বিঘ্নিত হয়। উদ্যোক্তাদের আগ্রহে এক এক অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের সাথে মত বিনিময় ও তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে পর্যায়ক্রমে ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪টি বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের সাথে ভিডিও কনফারেন্স সম্পন্ন হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্স নিয়মিতভাবে আয়োজন অব্যাহত আছে।

অঃপৃঃদ্রঃ

৬. **ই- ফাইলিং বাস্তবায়নঃ** বিসিক জুন ২০১৭ হতে লাইভ সার্ভারে ই- ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ৬টি ব্যাচে ১৪২ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের ৮টি বিভাগ লাইভ সার্ভারে ই- ফাইলিং এ কাজ করছে। এ বছর বিসিক এর মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও লাইভ সার্ভারে ই- ফাইলিং বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭. **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেজঃ** দেশের সমস্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোকে একটি ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিসিক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর সহায়তায় 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেজ' নামে একটি অনলাইন ডেটাবেজ তৈরী করেছে। ইতোমধ্যে পাইলটিং এর আওতায় রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার মোট ৬৩ হাজার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অনলাইনে এ ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭ বিভাগের ৫৬ জেলার প্রায় ৯ লক্ষ শিল্প অনলাইনে চলতি বছর থেকে এ ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্তির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। দেশে এ জাতীয় ডেটাবেজ এটিই প্রথম। ডেটাবেজটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অনলাইনে মুহূর্তে প্রদানে সক্ষম যা এতদিন ছিল না। ডেটাবেজটি শিল্পোদ্যোক্তা, শিল্প গবেষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কাঁচামাল উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র কৃষক সকলের জন্য অনলাইনে সব ধরণের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ডেটাবেজটি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৮. **শিল্প নগরীর অনলাইন তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমঃ** বিসিক এর শিল্প নগরীসমূহের তথ্য তাৎক্ষণিভাবে প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক শিল্প নগরীর তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সম্প্রতি অনলাইন সিস্টেম তৈরী করেছে। এ সিস্টেমটির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিসিক এর য কোন বা সমগ্র শিল্প নগরীর তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোর চাহিদা অনুযায়ী শিল্পনগরীর তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা এতদিন ছিল না। তেমনি সিস্টেমটি হতে বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশণা প্রদানও সহজতর হয়েছে।

৯. **জাতীয় ই- তথ্য কোষে তথ্য প্রদানঃ** বিসিক এ পর্যন্ত ৬৭ টি ডকুমেন্ট দাখিল করেছে। যার অধিকাংশই উদ্যোক্তা, কারুশিল্পী ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থানে সহায়ক তথ্যমূলক। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে সহজে এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে আগ্রহী উদ্যোক্তা, বেকার যুবক ও নারীরা নতুন শিল্পদ্যোগ বা কুটির শিল্প স্থাপন করে আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

এছাড়াও **বিসিক সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল মেলা, ই- ফাইলিং বাস্তবায়ন, ন্যাশনাল পোর্টাল ব্যবস্থাপনা, ই- সার্ভিস বাস্তবায়ন, ইনোভেশণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ** ইত্যাদি কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

গ). আগামী পরিকল্পনা:

উপরোল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিসিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মকান্ড /উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা করছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. **ই- রেজিষ্ট্রেশনঃ** বিসিক এর শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান সেবা (Registration of Industry) প্রদানের বর্তমান ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে এটুআই এর সহায়তায় অনলাইন ভিত্তিক "ই-রেজিষ্ট্রেশন" সিস্টেম তৈরী ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ বিসিক গ্রহণ করেছে। স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে শিল্প নিবন্ধনে বিসিক এর নতুন "ই-রেজিষ্ট্রেশন" ব্যবস্থায় অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। আবেদনকারীকে বার বার বিসিকে আসা-যাওয়া করতে হবে না। অনলাইনে ট্রাকিং নাম্বারের সাহায্যে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ অগ্রগতিও জানতে পারবেন এবং অনলাইনে নিবন্ধন ফিসও জমাদানের ব্যবস্থা থাকছে। ফলে প্রস্তাবিত এ ই-সার্ভিসের মাধ্যমে শিল্প নিবন্ধনের TCV ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং সময়ের চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবাদান কার্যক্রমে বিসিক ভূমিকা রাখবে। চলতি অর্থ বছরে এ "ই-রেজিষ্ট্রেশন" সিস্টেম তৈরী ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। "ই-রেজিষ্ট্রেশন" এর মাধ্যমে শিল্প নিবন্ধনের শুধু সময় ও অর্থ ব্যয়ই হ্রাস পাবে না বরং শিল্পোদ্যোক্তাগণ বাড়তি কিছু সুবিধাও পাবেন যা বর্তমান ম্যানুয়াল পদ্ধতির শিল্প নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বিশেষ করে "ই-রেজিষ্ট্রেশন" এর মাধ্যমে শিল্প নিবন্ধনে অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট তাৎক্ষনিকভাবে সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরী হয়ে যাবে। এজন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের কোন অর্থ পরিশোধ করতে হবে না। আরও যে বাড়তি সুবিধা এ পদ্ধতির শিল্প নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে তা হলো অনলাইনে পণ্যের প্রচার ও বিপণনে ই-কমার্স সুবিধা। "ই-রেজিষ্ট্রেশন" এর মাধ্যমে নিবন্ধিত (registered) শিল্পগুলোর জন্য বিনামূল্যে সিস্টেম থেকেই একটি ই-কমার্স সাইট তৈরী হবে। এ সাইটে নিবন্ধিত শিল্পগুলো অনলাইনে তাদের পণ্য বিপণন করতে পারবেন।

২. **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেজ এর স্কেল আপ বাস্তবায়নঃ** এ ডেটাবেজটির পাইলটিং বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ায় এটুআই এর নির্দেশণা অনুযায়ী স্কেল আপ (Scale up) পার্যায়ে দেশের অবশিষ্ট ৭ বিভাগের ৫৬ জেলার সমস্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলো ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্তির জন্য চলতি বছর কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যা বাস্তবায়িত হলে শিল্পের পূর্ণাংগ ডেটাবেজ তৈরী হবে। ডেটাবেজটি দেশের শিল্পোন্নয়ন ছাড়াও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।